উত্তর শরদিন্দু

বাণী দত্ত

কোনএক শনিবারের নিশীথমধ্য আগতপ্রায়। কর্মস্থল দূরে ।সপ্তাহান্তে সন্ধ্যায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। সমস্ত সন্ধ্যাব্যাপিয়া স্ত্রী সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবিবরণী দিয়াছেন, পাশেরবাড়ির বধূটি কী কী বলিয়েছেন, কীকী অনাবশ্যক উপদেশামৃত বিতরণকরিয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি বহুবিধ বাক্যবিন্যাসে আমাকে চমৎকৃতকরিয়াছেন। প্রবাসে থাকিয়াআমার কী কী প্রাকারের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ তাহা লইয়াওতিনি আমাকে প্রতি সপ্তাহেই জ্ঞানবার্তা প্রদান করেন; এসপ্তাহেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সুদূর না হইলেও অদূর প্রবাসে তাঁহারএকমাত্র পতিটি যাহাতে অন্যরমণীরবাহুপাশে বন্দী না হইয়া যান, তন্নিমিত্ত তিনি যথাযথ তীক্ষ্নশব্দচয়ন করিয়াআমাকে তৃপ্ত করিয়াছেন। পুষ জাতিযে কোন সময়েই বিশ্বাস যোগ্য নহে, এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নিয়তই পোষণ করেন। তদ্ধেতু বিবিধ তীর নিক্ষেপ করিয়াতিনি আমাকে বিদ্ধ করিয়াছেন। মাঝেমধ্যে খরবাক্য খরচ করিয়া আমার আচার আচরণে সন্দেহ প্রকাশকরিয়াছেন।

প্রতিবেশীনীবধূটিকে পছন্দ না হইলেও, আমার কুণ্ঠিত চলন বলনে তাঁহারও সন্দেহের উদ্রেকহওয়ায় মদীয় ভার্যা অসহ্য প্রতিবেশিনীকেও কখনও বা পছন্দও করিয়াফেলিতেছেন ।

একটি পুত্র ও একটি কন্যা ।পুত্রচতুর্থ শ্রেণী হইতে সদ্য পঞ্চমে উঠিয়াছে, কন্যা অষ্টম হইতে নবমে ।সন্তানদ্বয় প্রাণপনে চাহিলেও পিতার সান্নিধ্যে আসিতে পারিতেছেনা। পিতা অধিকৃত হইয়া আছে এবংতাহাদের রাত্রিকালীন আহারও শেষ হইয়াছে। ঘড়ির বাহু একাদশের সীমা ছাড়াইয়াছে । কন্যা বুঝিতে শিখিয়াছে পিতামাতার বাক্যালাপেরসময় বিঘ্ন ঘটাইতে নাই। পুত্র তদ্রূপউপলব্ধি শক্তি লাভ করে নাই। সঙ্গোপনেনিকটে আসিতেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

“কীরে, ঘুমোতে যাবি ?”

পুত্রহ্যাঁ বাচক মস্তক আন্দোলিত করিল।

“পড়াশুনোহয়ে গেছে ?”

পুত্রপুনরায় অস্তিবাচক ইঙ্গিত করিল।

“পড়াশুনোআর কী করবে দিনরাত গল্পের বই পড়ছে । আর দিদির সঙ্গে হুটোপাটি তো লেগেই আছে । ”

মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা মিশ্রিত অভিযোগঝরিয়া পড়িল। আধুনিক জননীকুলমূষিক দৌড়ের প্রণালীতে বিশ্বাসী। অহেতুক গল্প পুস্তক গলাধঃকরণ না করিয়া দিবানিশিপাঠ্যপুস্তকেচক্ষু নিবদ্ধ করিলেই তাঁহারা উল্লসিত। কিন্তু পুত্র আতিলঘুভাবে পাঠ্যপস্তকের পাটচুকাইয়া অতিগুভাবে অন্যপাঠে বেশি ব্যস্ত। এই কঠিন অভিযোগ তিনি পূর্বেও বহুবার কয়িাছেন। স্বাভাবিক নিয়মে পুত্রের প্রতি মাতারআকর্ষণ তীব্র। স্নেহের নিম্নগামী ধারাঅনুসারে অগ্রজারও মমতা ভ্রাতার প্রতি সবিশেষ। অদ্যই দেখা যাইতেছে দুই কশাময়ীই নেহাতই অকণ। তাই পুত্র বিষন্নভাবে অন্তিম আশ্রয়ভাবিয়া আমার দিকে চাহিল। আমিতাহার অবিন্যস্ত কেশরাজি অধিকতর অবিন্যস্ত করিয়া হাসিলাম।

“গল্পেরবই পড়ার সঙ্গে একটু পড়ার বই ও তো পড়তে হবে । সেটা কী হচ্ছে না ? ” সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না যে তাহার পিতারপাঠ্যপুস্তকের তলদেশেও রহস্যোপন্যাস থাকিত।

“পড়িতো ।” অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল ।

“ঠিকআছে। পড়া , অংক কষা এগুলোঠিকঠাক করলেই তো মা আর দিদি রাগ করবে না ।”

পুত্রমৌন থাকিল।

“যাশোয়ারৈ আগে বাথম যা । কখন আবারবিছানা টিছানা ভিজিয়ে দিবে ।”

পুত্রেরকাঁচুমাচু মুখের দিকে অগ্নিবর্ষন করিলে মাতৃদেবী পুনরায়,“ওর গুণের কথা আর কীবলবো! এখনও কচি ছেলে। বিছানায়মেতে। তার গুণপনার কথা তোমাকে আর কতো বলবো! ”

যেগর্ভধারিণী সমীপে অন্য সময় আদরের বন্যা বহিয়া যায় আজ তাহার ঘোর অন্যথাদেখিয়া পুত্র বিপন্ন মুখে মাতৃসমীপে নিবেদন করিল, “ না মা,না!”

কন্যাএতক্ষণ বাক্যালাপ শুনিতেছিল। ভ্রাতার প্রতি মায়ের অধিকতর মনযোগ তাহার সূক্ষ্মঈর্ষার বিষয়। তদোপরি তাহারওঅতীব স্নেহের অনুজ দিদির শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই এক ঘা’বসাইয়া দেয় মায়ের প্রচ্ছন্ন আশ্কারাতে এই ধারণায় সে ইদানীংক

ালজর্জরিত। এদিকে নাটকের কোনকুশীলব অধিককাল নীরব থাকিলে নাটকের সু-ছন্দের রসভঙ্গ হয়। মহিলা জগতে প্রবেশাধিকার ত াহারঘটিয়াছে নবমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র। সাজসজ্জা, সামাজিক পরিস্থিতি, নাটক-উপন্যাস, সিনেমাথিয়েটার ইত্যাদি লইয়া ম াতার সহিত তাহার প্রায়ই আলাপ আলোচনাচলিতে থাকে। নবম শ্রেণীর ছাত্রী হওয়াতেকিশোরী সমাজের বদ্ধ বাতায়ন তাহার খুলিয় াছে। অতএব তাহার ও কিছু মন্তব্য থাকিতে পারে।

"দেখ্ভাই, না-না করিস না । তুই যাকরেছিস , অন্যায় করেছিস্ । মা কে বলতে দে ।"

"বলবোইতো । বাপের আর কী ? সারা সপ্তাহে একটা দিনই তো থাকে। সংসারের সব ঝক্কি আমার ঘাড়ে। একটা দিন ছেলে-মেয়েদের আলগা পিরীতদেখিয়েই তো চলে যায় । তারপর মাবুঝুক !"

ধরণীরতাবৎ প্রোষিতভর্তৃকার বোধ হয় একই অভিযোগ। তাঁহাদেরকে সম্যকউপলব্ধি করাইবার চেষ্টা বৃথা। সরকারি চাকুরি জীবনে বৃহৎ নগরীতে থাকিতে হইলে যেপরাক্রম প্রয়োজন হয়, তাহা যে তাঁহার অকিঞ্চিৎকর স্বামীটির নাই,তাহা তিনি বহুপূর্বেই অনুধাবন করিয়াছেন। অতএব অনেকানেক হতভাগ্যের মতো আমাকেও নিরবচ্ছিন্ন তিরস্কারবদ্হজম করিতে হয়। ইহাতো অভ্যাসহইয়া গিয়াছে । তথাপি হৃদয়ঙ্গম হইলনা পুত্র কীরূপ দোষে দুষ্ট হইতে পারে যাহাতে তাহার জ্যেষ্ঠাভগিনী ও মাতৃদেবী এতাদৃশ কুপিতা হইতে পারে!

"জানো বাবা, ভাই আজকাল কী বই পড়ছে ?"

হরি,হরি! তাহা হইলে ঘটনা এবম্বিধ ।ভ্রাতা নিশ্চয়ই কোন নিষিদ্ধ উপন্যাসপড়িয়াছে। আমি জানিতাম পুত্র অরণ্যদেবহইতে হাঁদাভে াঁদা , চাচা চৌধুরী হইতে নন্টে-ফন্টে, শুকতারা হইতেকিশোর ভারতী, সত্যজিত হইতে গল্পগুচ্ছ, বিদেশী অনুবাদ সাহিত্য হইতেঅনুদিত কমিক্স , ইহারই মধ্যে বিচরণ করে।

"আরে কী আর পড়েছে ?"

"তুমি কিছুই বোঝ না ! " কন্যার সপাট উক্তি।

"তা ঠিক, তোর মত বুঝি না। আচাইল্ড ইজ ওয়াইজার দ্যান দ্যা গ্রাণ্ডফাদার । আরে আমি তো তুচ্ছ বাপ। আমি আর কতটুকু বুঝি ? " কন্যা মুখ ভ্যাঙচাইয়া গোমরা রহিল।

"ওইতো তোর বাপের লেকচার শু হয়ে গেল।

"আরেকী এমন গল্পের বই পড়েছে যে তোমাদের এতো রাগ ? "

"তোমার আর কী । যত জ্বালা আমার।"

ইহাসত্য। তিনি না থাকিলে সংসার যাত্রা নির্বাহের বিবিধ শাখা প্রশাখার দায়ভারআমি বহন করিতে পারিতাম না।

"তুমি আর কতটুকু জানো ? পুনরায়সংহার বার্তা। " ছেলে গল্পের বই পড়লে আউট নলেজ হবে বলেধেই ধেই করে নাচো। এদিকে কী যেগিলছে , চোখেও দেখো না ।"

ইহাওসত্য। মদীয় পিতৃদেব গল্পপুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে পারিতেন না।অধমর্ণ হইয়া, পাঠাগার হইতে পুস্তক লইয়া প্রাণের সাধ মিটাইব ারহইত। আমি সাধ্যমত ক্রয় ক্ষমতাঅর্জন করিয়াছি। পুত্রকেও একটি পাঠাগারের সহিত সংযুক্ত করাইয়াছি। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ াগার তো আছেই।পুস্তক কিনিয়াও দিই। প্রয়োজন মতো। অনেকগুলি রচনাবলী ও সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্র, বংকিম-বিভূতিভূষণ-ত ারাশংকর-জরাসন্ধ-শরদিন্দু-শরৎ এবং আরও অনেক কিছু গৃহেই শোভা পায় । পুত্রেরপুস্তক পাঠে বাধা দিই নি । তবে কী পড়িতেছে সে সন্দেশ সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাই নি।

"দেখোবাবা, ভাই কী পড়ছে। শরদিন্দুর আজে বাজে গল্প।" প্রাণেব্যাথা লাগিল। শরদিন্দুর সহিত ' আজে বাজে'র সাযুজ্য হয় না। ভদ্রলোক আমার প্রিয় লেখকদের একজন। প্রাজ্ঞ ও পরিশ্রমী । সপ্তম শ্রেণীতেপ্রথম পাঠ করি 'তুঙ্গভদ্রার তীরে ।' মুহ্যমান হইয়াছিলাম। মহকুমা পাঠাগার হইতে পিতার নামেপর্যায়ক্রমে পুস্তক লইয়া শরদিন্দুসমাপ্ত করিয়াছিলাম অনতিবিলম্বে। কন্যার মন্তব্যে আমি হা সিতে লাগিলাম।

"তুমিহাসছো? আমার পিত্তি জ্বলে যাচেচ। ছেলেবয়ে যাচ্ছে, আর উনি দাঁত বের করে হাসছেন।"

দন্তথাকিতে দন্ত লুকায়িত রাখিয়া হাসিবার কৌশল আমার অধিগত হয় নাই।কিন্তু পুনরায় দন্ত প্রদর্শনের সাহস হইল না। ভাবিলাম 'কা তবকান্তা, কস্তে পুত্রঃ' এবং বলিলাম,

"আরেওর বাপ পড়েছে সেভেনে। ও শরদিন্দু পড়ছে ফাইভে। এরকম দুধের বাচচাশরদিন্দু পড়ছে। আমি তো গর্বিত । তোমারও তো খুশি হওয়ার কথা।"

"খুশিহবো, না তোমার গুষ্টির পিন্ডি চটকাবো? দেখো কী পড়ছে। নিজেপড়ো।"

অগত্যা!দেখিলাম। শরদিন্দু অমনিবাসের পঞ্চম খন্ড। 'ছোটগল্প' সংকলন।আমাদের ছোটবেলায় অমনিবাস ছিল না। জানি না কয়টি গল্প পড়িতেপারিয়াছে। শরদিন্দুর রচনা বাংলা সাহিত্যের মণিমুক্তা বিশেষ। অপাঙ্গে দেখিলামপুত্রের আনন ক্রন্দনোদ্যত। অন্যদিনে আ মি আসিলে তাহার বীরত্বে সকলে জয়জয়কারকরে। আজ এহেন অপমান তাহার শিশুবক্ষে হয়তো মর্মরধবনি তুলিতেছিল।তথাপি অ

ামার হৃদয়ের তদগত অনুভুতিতে আসিল না, কী ধরণের দুর্ঘটনা সেঘটাইয়াছে!
"বাবাগোটা বইটা দেখে তো লাভ নেই। 'বহুবিঘ্নানি' বলে যে গল্পটিআছে, সেটা পড়ো। দুশো একত্রিশ পাতায়।"
পিতৃসমীপেকলহনিপুণ ভ্রাতার শাস্তির আসন্ন কালটি স্মরণ করিয়া কন্যার আরবিলম্ব সহিল না। চঞ্চল হস্তে সে আখ্যান ক্ষুদ্রের পৃষ্ঠাটি খুলিয়াছিল। বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি গল্পটি পাঠে মনোনিবেশকরিলাম। শরদিন্দু আরম্ভ করিয়াাছেন, ---'বৌভাতের ভোজ শেষ হইয়াবাড়ির লোকের খাওয়া দাওয়া চুকিতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গেল। আজইআবার ফুলশয্যা।' অতিশয় স াদামাটা শব্দ সন্তরণ। দশম বর্ষ উত্তীর্নবালকের মস্তক খাইবার জন্য এই পদ সপ্তদশ যথেষ্ট নহে। মন এবংচক্ষুদ্বয়কে আদেশ করিলাম, 'চরৈবেতি!'
ঘটনাহইল নিখিল নামক এক যুবক সদ্য বিবাহিত।বধূর নাম ললিতা। অদ্যই ফুলশয্যা। মধুযামিনী।
লেখনীলইয়া শরদিন্দু অনন্যবিহারী। তাঁহার রসবোধ সীমাহীন। মধ্যবিত্ত পরিবারেরফুলশয্যার রাত্রির এক অনবদ্য বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আপন সরসতারঅনুপম জাদুকাঠি লইয়া।
বরনিখিল ছদ্মগাম্ভির্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। জ্যেষ্ঠা বধূরানী নববধুকেবরের হস্তে সমর্পন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইঙ্গিত দিয় াগেলেন যে আড়ি পাতিবার নিমিত্ত অস্ফুট বহু চরণধবনি ও নিক্কণ অচিরেই বাহিরেশ্রুত হইবে। নিখিল দূর্ভাবনায় পড়িল।
'বাড়িতেগুটি চারেক নবীনা বৌদিদি আছেন, তাঁহারা রেয়াৎ করিবেন না;দুটি কনিষ্ঠা ভগিনী-- না, তাহারাও আজ কোন বাধা মানিবে না। তাছাড়াএকটি পয়ঁতাল্লিশ বছরের শিশু ভগিনীপতি আছেন, ---'
পয়ঁতাল্লিশবৎসরের ভগিনীপতির বিশেষণ পড়িয়া আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।
"যেমনবাপ তেমনি তার ব্যাটা। একটুখানি পড়েই বুড়োটা নিজেই খ্যাক খ্যাক করেহাসছে। ছেলেকে আর কী বলবে। তাই ছেলেও বিছ ানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিলো আরকুলকুল করে হাসছিলো। আমি তো প্রথমে দেখিনি। ওর দিদি দেখে আমাকেডাকলো। বইটা পড়ে ও-ই আমাকে পড়তে দিয়েছিলো। তার আগে তো বুঝিনিগল্পটায় কত রস আছে।"
পুত্রএকটু রসবোধের ধারক ও বাহক বটে। এই ক্ষুদ্র বয়সেই সে অহরহ রসিকতাকরে। কখনও বেশ সূক্ষ্ম-ই! অতএব পয়ঁতাল্লিশের ভগিনীপতি 'শিশু'হইলে সে হাসিবেই। আমি পুনরপি আখ্যানে দৃষ্টিপাত করিলাম---
'.... বধুর হাতটি নিখিলের মুঠিরমধ্যে।.... সে ললিতার হাতে একটু টান দিয়া বলিল, --- ললিতা।
ললিতারচোখ দুটি একবার স্বামীর মুখের পানে উঠিয়াই আবার নামিয়াপড়িল; ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, আলো নিবিয়ে দাও।'
ফুলশয্যাররাত্রে প্রথম পত্নী সম্ভাষণ। বিবাহোত্তর তাবৎ প্রাণীকে কাঁপাইয়াদিবে। হয়তো মদীয় পুত্র ইহাতে কিছু রসাস্বাদন করিয়াছে। তবে একাদশেপদস্থাপন করা পুত্র কী পরিমাণ আবেগাপ্লুত হইবে তাহা অবশ্যগবেষণার বিষয়।
'বধূরকাছে ফিরিয়া আসিতেই বধূ একটু হাসিয়া খাটের নীচে আঙুল দেখাইয়া ছিল।..... খাটের নীচে বধূর দুটি বড় বড় তোরঙ্গ ছিল, তাহাদের মাঝখানেএকটি বড় পুঁটুলির মত বস্তু দেখিতে পাইল। টিপ করিয়া নিখিল পুঁটুলির গোলাকার স্থানটিতেপ্রচন্ড একটা চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ভগিনীপতিবাহির হইয়া আসিলেন। -- উঃ, শালা বোম্বাই চড় জমিয়েছে রে। বলিতে বলিতেদ্রুতবেগে দরজা খুলিয়া পলায়ন করিলেন।'
বলাবাহুল্য আমি পুনরায় হাসিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম ওই রূপ স্থলে আমি হইলেচপেটাঘাত না করিয়া পদাঘাত করিতাম।
"বাবাহেসো না। এটা হাসির গল্প নয়। তুমি পুরো গল্পটা পড়ো।"কন্যার জেঠিমাতা জনোচিত উক্তি!
অগত্যাহাসি থামাইয়া গম্ভীর হইবার প্রয়াস পাইলাম। দুই-দুইটি নারী গৃহেসংশোধনাগারের সূতিকাকক্ষ খুলিয়াছে। সেই স্থানে কেবা কাহারস্বামী, কেবা কাহার পিতা?
গল্পআগাইয়া চলিল। নিখিল ও ললিতার নিকটবর্তী হইল। ললিতাকে কাছে টানিয়ালইল।
ললিতাতাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, --- ছাড়ো।
নিখিলডান হাতে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল --- না, ছাড়বোনা। এই সময় খুব নিকটহইতে ভারীগলায় কে বলিয়া উঠিল-- খবরদার। চমকিয়া নিখিল ললিতাকেছাড়িয়া দিল।
অতপরঅনুসন্ধান শু হইল ভিতরে বাহিরে। কেহ কোথাও নাই। অনুমানের পাখাটিকেদিগন্ত বিস্তৃত করিয়াও নিখিল কোন হদিশ পাইল না। ললিতাস্বাভাবিক কারণেই ব্রীড়াবনতা এবং চিন্তিতা। নিখিল যথোপযুক্তসাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় স্ত্রী সমীপে আসিল। ত াহাকে নির্ভয় করিয়াতাহার আঙুলের ডগায় একটি চুম্বন করিল। তাহার পরে ---
'নিখিলহাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, দুষ্টুমি কোরোনা, লক্ষ্মী মেয়েটির মত একটি --- বলিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।ললিতার তপ্ত নিশ্বাস তাহার অধরে লাগিল।
ঠিকএই সময়ে তেমনি ভারী গলায়, ---- এই ও কি হচ্ছে? '
ফুলশয্যারচকিত নিশীথে এ হেন বিঘ্ন ঘটিলে কাহার ভালো লাগিতে পারে? নিখিলের লাগিলনা। আমারও না। আমার পুত্রের লাগিয়

াছিল কী না বলিতে পারিনা। তবে তাহারযে বিপুল হাসি পাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি। কৈশোর দ্বারেআসিয়া নবদম্পতির এ হেন হেনস্থা দেখিয়া তাহার অনন্ত কণার উদ্রেকহওয়ার কথা নহে। ফ্রয়েড, ইডিপা বা শেক্সপীয়র সাহেবত্রয় এ ব্যাপারে কীঅমৃত বিতরণ করিয়াছেন; খতাইয়া দেখিতে হইবে। অতএব;'নিখিলের বড় রাগ হইল।'

সেএকটি লাঠি লইয়া এই উপদ্রবের তদন্তে বাহির হইল এবং ব্যর্থমনোরথহইয়া ফিরিয়া আসিল। অনুমান হয় নিখিলের যষ্টিটি আরক্ষাবাহিনীরজাঁদরেল যষ্টি ছিল না। তাহা হইলে তস্কর না পাইয়া বাতাসে দুইবারঘুরাইয়া দিলেই দিলেই তস্কর পলায়ন করিত। শরদিন্দুর কালে তাহাদেরহস্তে এ-কে সাতচল্লিশ শোভিত হইত না!

ললিতাএক্ষণে নববধূসুলভ মৃদুস্বরে তাহাকে প্রস্তাব ছিল শয়ন করিবারজন্য।

তাহাকী নিখিল করিতে পারে? বিশেষ করিয়া এমন দিনে? যদিও রাত্রি তখন একটা।

তখন'নিখিল ললিতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল-- এখনি ঘুমুবে? আচ্ছা,আগে একটা চুমু দাও, তারপর বিছানায় শুয়ে গল্প করব।

-আলো নিবিয়ে দাও।

-না আলো থাক। --- ললিতা! বলিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া গেল।

পুনরায়সে গম্ভীর স্বর --- দাঁড়াও তো মজা দেখাচ্ছি।'

এবারনিখিল সতর্কই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বড় আলোটি জ্বালিল এবং অচিরাৎ কার্নিশহইতে শব্দ ভাসিয়া আসিল, --- বাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ।

যেকোন পাঠকই এক্ষণে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবেন রহস্যটি কী। আমিওকরিয়া ফেলিলাম এবং নিখিলও করিও ফেলিল যে এটি একটি পক্ষীকান্ডাহয়তো আমার পুত্রও আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহার মাতার ভাষায়কুলকুল করিয়া হাসিয়াছে। নিখিল উদ্ভাসিত আলোকে দেখিল এক পাহাড়ি ময়নাকাহারও খাঁচাচ্যুত হইয়া তাহাদের কার্নিশে বসিয়া আছে। এবং তাহাদেরদিকে চাহিয়া এক আপাত চপল ভাবগম্ভীর পরিবেশের সূচনা করিয়াছে। ধরাপড়িয়া যাওয়াতে সে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল কী না তাহা অবশ্য শরদিন্দুলিপিবদ্ধ করেন নাই। হয়তো পাখা মেলিয়া চম্পট দিবার কোন সাধুঅভিপ্রায় তাহার ছিল না। হয়তো বা লোকালয়ের অম্লমধুর জীবনধারা সেপছন্দ করিত। হয়তো বা তাহারও মধুযামিনীর কথা স্মরণপটে আসিতেছিল।

পরেরঅংশটি সংক্ষিপ্ত।

নিখিলহো হো করিয়া হাসিল। হাসিল ষোড়শী বধূ ও বধূসুলভ ঢঙে। নিখিল পাখিকেসাক্ষী রাখিয়া নববধূকে বক্ষে জড়াইয়া চার-পাঁচটি চুম্বন করিল।অলসবাস বধূ স্বামীর বুকে বিরশা হইল।

'পাখিটাবলিল, --- খবরদার। ও কি হচ্ছে! দাঁড়া ও তো--'

নিখিলআর এসব গ্রাহ্য করে না।

'-ললিতা এবার তুমি একটা।

- আলো নিবিয়ে দাও।

- কিন্তু পাখিটা যে দেখতে পাবে না।

- নিখিল সুইচ টিপিয়া দিল।

- ললিতা।

- কি।

- আলো নিবিয়ে দিয়েছি।

মিনিটখানেক পরে একটি ভারি মিষ্টি ছোট্ট শব্দ হইল। পাখিটা অন্ধকারে তাহাশুনিতে পাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,

-রাধে কৃষ্ণ।'

আখ্যানশেষ হইল। আমি কিঞ্চিৎকাল চক্ষু মুদিয়া থাকিলাম। মস্তিষ্কে হাসির ঝর্ণাশু হইল। সিকি ভাগ চক্ষু খুলিয়া সকলের অগোচরে দেখিলাম পুত্র গোতস্করের ন্যায় অধোবদন, কন্যা পিতার রায়ের অপেক্ষায় আকুল হৃদয়েএবং স্ত্রী ক্রোধে রক্তবর্ণা। আমি আবার ধ্যানমগ্ন হইলাম। কারণ ধ্যানইএক্ষণে মুক্তিস্বরূপ। হাসিবার সাহসহইল না। উহা অবদমিত ফল্গু হইয়া বহিতে লাগিল। হায় শরদিন্দু! তুমি তোলিখিয়া হাসাইয়া, মজাইয়া কাটিয়া পড়িয়াছ। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়ামরিতেছি।

"হুঁ,তোর বাপ আবার ছেলেকে বকবে। আস্কারা দিয়েই মাথায় তুলল। আমি লিখেদিচ্ছি এই ছেলের ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে!"

লিখিয়াদিলে কী হইবে জানা নেই। তবে তিনি 'শত বদ মা লিখ' নীতিতেবিশ্বাসী। তবে দেখিলাম এই বার কথা না বলিলে নয়। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"তুই গল্পটা পড়ে কী বুঝলি?"

অশ্রুজড়িত উত্তর আসিল, "ওই তো পাখিটা ওই সব কথা বলছিলো। তাইতো হাসছিলাম। আমাকে মা আর দিদি শুধু শুধু বকছে।"

তাহারমাথায় হাত দিয়া বলিলাম, ‘‘গল্পটা পড়েছ ঠিক আছে। হাসিরগল্পই বটে। শরদিন্দু সুরসিক এবং সুলেখক। তিনি সুপন্ডিতও। এ গল্পেরসবটা বোঝার বয়স তোমার হয় নি। আর একটু বড় হয়ে শরদিন্দুর সব কিছুপড়বে। তাতে সাহিত্যিক শরদিন্দুকে বুঝতে পারবে এবং শুদ্ধ বাংলাও শিখবে। এখনমা আর দিদিকে বল এরকম গল্প আর এখন পড়বে না।’’

অগ্রজাসমীপে নতিস্বীকার তাহার ধাতে পোষায় না। মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল,‘‘আর পড়বো না।’’

দিদিরাগিয়া গেল এবং গম্ভীর হইয়া গেল। ভ্রাতার শাস্তি আশানুরূপ হইতেছেনা। ইহা তাহার অবয়বে প্রকাশ পাইল। মাতৃদেবী অনেকক্ষণ গাম্ভীর্যলইয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ওষ্ঠেমৃদু হাসির রেখা দেখিয়া সন্তান‘মা’ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিযা তাঁহার বক্ষে ঝাঁপইয়া পড়িল।

অগ্রজাতাহা দেখিয়া অতিব্যাকুলিত চিত্তে বলিল, ‘‘ কিন্তু বাবা, ভাই যে সবজেনে গেল। সেটা কী ঠিক হল? বলিয়া সেও ভ্রাতার কান্না দেখিয়া মা ও ভাইকেজড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমিহতভাগ্য ক্রন্দন পরম্পরায় অংশগ্রহণে অক্ষম হইয়া মস্তক কন্ডুয়নকরিতে করিতে হাসিলাম এবং স্বগতোক্তি করিলাম‘কিমাশ্চর্যমতঃপরম্’।

এগল্পটি রচনায় - বরণীয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘বহুবিঘ্নানি’ গল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকাশককেকৃতজ্ঞতা জানাই।

-বাণী দত্ত।